সমকাল

তারিখ ...19.DEC.2017...
পৃষ্ঠা ..৫... কলাম ...৮......

সরকারকে বিপদে ফেলতেই প্রশ্ন ফাঁস : শিক্ষামন্ত্রী

■ সমকাল প্রতিবেদক

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, প্রশ্ন ফাঁস যুগ যুগ ধরে হচ্ছে। আগে এত বেশি প্রচার হতো না। এখন গণমাধ্যম বেড়ে যাওয়ায় প্রচারও বেশি হচ্ছে। শিক্ষকরাই এ কাজের মূল হোতা। সরকারকে বিপদে ফেলতেই পরীক্ষার দিন সকালে তারা প্রশ্নপত্র ফেসবুকসহ বিভিন্ন মাধ্যমে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। সরকার বর্তমানে প্রশ্ন ফাঁস অনেক কমিয়ে এনেছে বলে দাবি করেন তিনি। সোমবার রাজধানীর মাতুয়াইলে বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর বিভিন্ন ছাপাখানা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে শিক্ষামন্ত্রী এসব কথা বলেন। তিনি জানান, আগামী ৩০ ডিসেম্বর জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ হবে। আর পরদিন ১ জানুয়ারি সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দেওয়া হবে।

প্রশ্ন ফাঁস রোধে তিনি শিক্ষক-অভিভাবকসহ সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

জেএসসি ও জেডিসির ফল ৩০ ডিসেম্বর : জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষার ফল আগামী ৩০ ডিসেম্বর প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। এবার জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় মোট ২৪ লাখ ৬৮ হাজার ৮২০ শিক্ষার্থী অংশ নেয়। গত ১ নভেম্বরে পরীক্ষা শুরু হয়ে শেষ হয় ১৮ নভেম্বর।

নতুন বছরের শুরুতেই নতুন বই : নুরুল ইসলাম নাহিদ জানিয়েছেন, ১ জানুয়ারি সারাদেশে পাঠ্যপুস্তক উৎসব পালিত হবে। তবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করবেন।

নাহিদ জানান, এবার আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে পাঠ্যপুস্তক উৎসবের আয়োজন করা হবে। সেখানে শিক্ষার্থীরা উপস্থিত হয়ে নতুন বই নিয়ে বাড়ি ফিরবে।

পাঠ্যপুস্তক বিতরণের সার্বিক দিক তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, ২০১৮ শিক্ষাবর্ষের জন্য ৩৫ কোটি ৪২ লাখ ১৬২টি পাঠ্যপুস্তক ছাপার কাজ শুরু করা হয়। এরই মধ্যে সারাদেশে ৯৭ শতাংশ বই পৌঁছে গেছে। চলতি সপ্তাহের মধ্যে বাকি বই পৌঁছে যাবে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, গত

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৩

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

বছরের চেয়ে এবার ১০ লাখ ৭০ হাজার ৯৬৬ শিক্ষার্থী বেড়েছে। বই বেশি ছাপা হয়েছে ৭১ লাখ ৯৩ হাজার ৩৬৯টি। তবে প্রাক-প্রাথমিকের বই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাখা হয়। তাই এবার প্রাক-প্রাথমিকের বই গত বছরের চেয়ে কিছু কম বিতরণ করা হবে। তিনি বলেন, এবারের বইগুলো ভালো মানের কাগজে ছাপা হয়েছে। বইগুলো আকর্ষণীয় ও রঙিন। নবম-দশম শ্রেণির ১২টি সুখপাঠ্য বই দামি কাগজে রঙিন ছবিসহ ছাপা হয়েছে। সেসব বইয়ের ছবি দেখে ও পড়ে শিক্ষার্থীরা আনন্দ পাবে।

ছাপাখানা পরিদর্শনকালে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব চৌধুরী মুফাদ আহমেদ ও জয়নুল বারী, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র সাহা ও সদস্য ড. ইনামুল হক সিদ্দিকী উপস্থিত ছিলেন।